গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	০৩
প্রস্তাবনা	০৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	০৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	০৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	০৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১১
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১২
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৩
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৫
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩	১৭
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৮
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩	১৯
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩	২০

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ: খাগড়াছড়ি জেলার পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কাজ যথাযথ ভাবে করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতায় জেলা ইউনিট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং ৯টি উপজেলায় উপ-সহকারী/সহকরী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ও একটি পৌর পানি সরবরাহের কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হয়। বর্তমানে পানি সরবরাহের কভারেজ ৬১.০৬% এবং উন্নত স্যানিটেশন কভারেজ ৭৯.৬৬%। দূর্গম পাহাড়ী এলাকা গুলোতে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে সৌর চালিত নলকূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে করে পাহড়ে বসবাস করা জনসাধারণ সকলে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া পানির কভারেজ ১০০ ভাগ করার লক্ষে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। পুরাতন নলকূপ ও রিংওয়েলগুলো সংস্কারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সমগ্রদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকায় যেখানে নলকূপ করা যাচ্ছে না সে সব এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ: খাগড়াছড়ি জেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হলো এসব এলাকা দূর্গম পাহাড়ী এলাকা। পাহাড়ী এলাকা হওয়াই এখানে হঠাৎ বন্যা ও ঘূণিঝড়ে আক্রান্ত হয়। এখানে বিদ্যমান পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সারা বছর কার্যকারীতা রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। শুষ্ক মৌসুমে পানির স্থিতিতল নিচে নেমে যাওয়াই বেশির ভাগ নলকূপ অকেজো অবস্থায় থাকে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহারে জনগণকে সচেতন করে তদরূপ প্রকল্প পরিকল্পনা করা হবে। ভবিষ্যতে ছোট আকারে গ্রাম ভিত্তিক পাইপ লাইন স্থাপন করে পানি সরবরাহ করা হবে। ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। জনগণকে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ও বৃষ্টির পানি ব্যবহারে আগ্রহী করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে সারা জেলায় উন্নতমানের স্যানিটেশন ও নিরাপদ সুপেয় পানি কভারেজ শতভাগ উন্নিত করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করি।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন -১৪০০টি।
- পল্লী এলাকায় উৎপাদক নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ – ৩০ টি।
- পল্লী এলাকায় পাম্প হাউজ নির্মাণ-৪০ টি।
- পল্লী এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ-৩০০ কি.মি.।
- পল্লী এলাকায় পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট নির্মান -৪০ টি।
- পানি পরীক্ষারের জন্য মালামাল ও উপজেলায় একটি উপজেলা ভবন নির্মান।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২৬ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১:

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প: বাংলাদেশের যে সকল জনগনের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১.২ অভিলক্ষ্য: সকলের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং এ সকল সুবিধাদি সঠিক রক্ষনাবেক্ষনের নিমিত্তে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং কমিউনিটির দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করণ।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র **(সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক নির্ধারিত, সর্বোচ্চ ৫টি):**

১. পল্লী এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
২. পল্লী এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
৩. পানি পরীক্ষাগার ভবন ও উপজেলা অফিস ভবন নির্মান।
৪. পানির গুণগত মান নিশ্চিত করণ।

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত)

১) **সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ**:

১) সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১.৪ কার্যাবলি:

- পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যাসংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- আপদ-কালীন (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা;